সমবায় সংগ্রাম

নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের মুখপত্র

ই-ম্যাগাজিন | চতুর্থ সংখ্যা | ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২২

সূচীপত্র ঃ——

- সম্পাদকীয়
- RBI
  রাজ্য সমবায় ব্যাংকের সাথে DCCB-র সংযুক্ত করতে হবে।
- কেন আমরা রাজ্যে একটি মাত্র সমবায় ব্যাঙ্ক চাই।
- স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন ও কিছু কথা
  — *শ্রী শিবপ্রসাদ বাউল*

উপদেষ্টা মন্ডলী

মনোরঞ্জন বসু,
কমল ভট্টাচার্য্য,
রাজেন নাগর,
অমরেন্দ্র নাথ পোদ্দার,
অশোক রায়

সাধারণ সম্পাদক

তপন কুমার বোস

সম্পাদক

অমর নাথ বেরা

।। সম্পাদকীয় ।।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২২, নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশনের ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস। অন্যান্য বছরের মত এবছরও পতাকা উত্তোলন, ইউনিয়ন অফিসগুলি আলোকমালায় সাজানো, রক্তদান শিবিরের আয়োজন, দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করা, বৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি পালিত হবে।

এই বছর দিনটি বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সারা দেশের সমবায় ব্যাংক কর্মচারিরা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে অবতির্ন হয়েছে।

প্রথমত - রিজার্ভ ব্যাংকের ‘গাইড লাইন’ মেনে সারা দেশে রাজ্য সমবায় ব্যাংকের জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সংযুক্তি করণ।

দ্বিতীয়ত - সমস্ত ধরনের সমবায় ব্যাংকগুলি যুক্ত করে রাজ্যে একটিমাত্র সমবায় ব্যাংক গড়ে তোলা। এই বিষয়গুলি নিয়ে কর্মচারীদের সচেতন করা ও জনমত গঠনের জন্য প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলার সূচনা করা।

এছাড়া আমাদের রাজ্যে আমাদের নিজস্ব দীর্ঘ দিনের বকেয়া দাবীগুলি, অমিমাংসিত আছে যেমন, পরিচালক পর্ষদে দুর্নীতি, পর্ষদের নির্বাচন সম্পন্ন করা, সমবায় আইনের সংশেধন, কর্মচারীদের বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের জন্য পে-কমিটি গঠন, সমস্ত ধরণের সমবায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য পেনশন, কোন কোন সমবায় ব্যাংকের কর্মচারীদের অবসরকালীন সুবিধা প্রদানে বিলম্ব হচ্ছে অথবা দিচ্ছে না। দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি ভঙ্গ করে ডি.এ. দেওয়া হচ্ছে না। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে প্রচার ও আন্দোলন গড়ে তোলা অতীব জরুরী।

আগামী শারদোৎসবে আমাদের সকল গ্রাহক, বিজ্ঞাপন দাতা ও সদস্যদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। দিনগুলি আনন্দ উৎসবে মুখোরিত হয়ে উঠুক এই কামনা করি।

নিখিলভারত সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের দাবী

অবিলম্বে সারা দেশে জেলা সমবায় ব্যাংকগুলিকে রাজ্য সমবায় ব্যাংকের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

পরাধীন ভারতে কৃষিজীবিদের সীমিত আকারে ব্রিটিশ সরকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করত কিন্তু আরও ব্যাপকভাবে কৃষিজীবীদের আর্থিক সহায়তার উদ্দেশ্যে ১৯০৪ সালে ভারতবর্ষে প্রথম সমবায় আইন চালু হয়, এবং তারপর থেকে প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন হতে শুরু হয়। প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ মহাজনের থেকে কৃষিজীবি মানুষদের রক্ষা করা ও কৃষিজীবিদের কৃষি কাজে আর্থিক সহায়তার জন্য স্বল্প সুদে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দাদন করা। পরবর্তী কালে জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও রাজ্য সমবায় ব্যাংক গড়ে ওঠে। এই সমবায় সমিতিগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং এইভাবে ত্রিস্তরীয় সমবায় ঋণদান সংস্থার কাঠামো গড়ে ওঠে। পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদি আমানত গ্রহণ করে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দাদন করা অসুবিধার জন্য অপর একটি সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়। যার নাম ছিল জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক যা অধুনা কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক (ARDB) হিসাবে পরিচিত। পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তন ও শিল্পাঞ্চল বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক কর্মচারীদের স্থানীয় মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এক পৃথক ধরণের প্রাথমিক সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে যা পরবর্ত্তীকালে শহর সমবায় ব্যাংক (Urban Co-op. Bank) হিসাবে স্বীকৃত হয়ে ওঠে। এই তিন শ্রেণির সমবায় ব্যাংক নিয়ে সমবায় ব্যাংক শিল্পের পথ চলা শুরু হয়।

নিখিল ভারত সমবায় ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশন (AICBEF) তার জন্ম লগ্ন থেকেই সমবায় ব্যাংক ক্ষেত্রে দ্বিস্তর প্রথা চালু করার জন্য আন্দোলন করে আসছে। বর্তমানে সমবায় ক্ষেত্রে যে ত্রিস্তর প্রথা চলে আসছে তা আর বর্তমানে প্রয়োজনীয় নয়। সমবায় ব্যাংক গুলি ঋণ দাদনের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদানের বিধি নিষেধ নাবার্ডের, রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশে তা প্রায় মুছে গেছে। কৃষি ক্ষেত্রের বাইরেও ঋণ প্রদান করতে পারে। অ-কৃষি ক্ষেত্রে উভয় ধরণের ব্যাংক ঋণ প্রদান করছে। সমবায় ব্যাংক গুলি একই এলাকার মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা লিপ্ত। ১৯৯১ সালে বাজার অর্থনীতি চালুর পর সমবায়গুলিকে অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলির বিভিন্ন আইনকানুন সহ অসম প্রতিযোগিতায় পড়তে হয়েছে। বিশেষ করে প্রযুক্তিক্ষেত্রে। উন্নত আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবা প্রদানের জন্য ছোট এলাকা, অল্প পুঁজি সহায়ক নয়। এতৎ সত্ত্বেও রাজ্য D.C.C.B.-গুলির অবস্থা মোটামুটি ভালো। রাজ্যে বেশ কিছু ব্যাংক লাভজনক। এই ARDB গুলিকে ব্যাঙ্কিং আইনের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলে আসা হচ্ছে। শহর সমবায় ব্যাংকগুলিও শহরকেন্দ্রিক ঋণ দানের বাইরেও শর্তসাপেক্ষে কৃষি ক্ষেত্রে ঋণ দানের অনুমতি পেয়েছে।

ত্রিস্তর প্রথা কৃষিক্ষেত্রেও বর্তমানে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। নাবার্ড কৃষি ক্ষেত্রের জন্য ঋণের ওপর সুদ ধার্য করে তা রাজ্য স্তর, জেলা স্তর হয়ে কৃষকদের কাছে পৌঁছায় তার পরিমাণ ১০-১২ শতাংশ হয়ে পড়ে। যা বর্তমানে প্রতিযোগিতার বাজারে চড়া হারের সুদ, যা কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্থ করছে। এর পরে মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘা

পড়েছে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি দফতরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুদের ওপর যে ভরতুকি দিয়ে থাকে তার থেকে ২শতাংশ আগামী আর্থিক বছর থেকে কমিয়ে দেওয়া হবে। যা নিঃসন্দেহে সমবায় ব্যাংক গুলির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। ত্রিস্তর প্রথা অবলোপন ও রাজ্যে একটি মাত্র ব্যাংক গঠন এই সমস্যার সমাধান করতে পারে যা কৃষি এবং কৃষকের প্রকৃত বন্ধু হয়ে উঠবে। দেশের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে। AICBEF-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড তপন কুমার বসু এই আদেশ প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়ে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রীকে চিঠি লেখেন যার ফলশ্রুতি স্বরূপ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা আগামী দু'বছর ২২-২৩ ও ২৩-২৪ এই ভর্তুকী যথাবিহিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য সরকার এই প্রশ্নে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করেছেন। অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় রাজ্য সরকার একটি কমিটি গড়েছে। উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার যে কমিটি গড়ে দিয়েছিলেন সেই কমিটি ইতিমধ্যেই রিপোর্ট জমা দিয়ে দিয়েছেন। কেরালার রাজ্যে রাজ্য বিধানসভায় সর্বসম্মতি ক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। সেই প্রস্তাব রাজ্যে একটিমাত্র DCCB বাদে সমস্ত DCCB গুলির পর্ষদ অনুমোদন করে সেই প্রস্তাব নাবার্ড অনুমোদন করে।

দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে সারা দেশের সমবায় ব্যাংক কর্মচারীরা সমবায় ক্ষেত্রে দ্বিস্তর প্রথা বিলোপের যে দাবি করে আসছে অবশেষে

গত ২৪/০৫/২০২১ তারিখে 'গাইড লাইন' দিয়ে দেশের সমস্ত জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক (DCCB) গুলিকে রাজ্যে সমবায় ব্যাংক (SCB) এর সাথে সংযুক্ত করার কথা বলে সমবায় ব্যাংক কর্মচারীদের সেই দাবিকে মান্যতা দিয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি কিছু কছু রাজ্য সরকার 'গাইড লাইন' অনুসরণে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও বেশ কিছু রাজ্য সরকার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে নি, করলেও তা যথেষ্ট নয়। রিজার্ভ ব্যাংক ও তাদের দেওয়া 'গাইড লাইন' বাস্তবায়িত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ ও তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না।

এমত অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাংক তার দেওয়া 'গাইড লাইন' বাস্তবায়িত করার জন্য উদ্যোগী ও তৎপর হয় তার জন্য নিখিল ভারত সমবায় ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশনের ডাকে ৪ঠা জুলাই ২০২২ আন্তর্জাতিক সমবায় দিবসে সারা দেশে রিজার্ভ ব্যাংকের অফিসের সামনে ধর্না ও ডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ। এই কর্মসূচি সফল করে তোলার জন্য সমগ্র দেশের সমবায় ব্যাংক কর্মচারীরা সমাবেশিত হয়েছিল ও ধর্নায় বসেছিল।

এই কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য আগামীদিনে বিভিন্ন রাজ্যের জেলায় জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের কর্মচারী, আমানতকারী ও সদস্যদের কাছে আমাদের বক্তব্য নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। জনমত গঠন অতীব জরুরী। এই উদ্দেশ্যে আমাদের রাজ্যে তমলুক ঘাটাল কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক কর্মচারী এ্যাসোশিয়েশনের উদ্যোগে গণসচেতনা ও গণ স্বাক্ষর অভিযান গত ১৪-১৫ আগষ্ট ২০২২ শুরু করেন। এবার আমাদের রাজ্যের প্রতিটি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক কর্মচারী এ্যাসোশিয়নগুলিকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, 'কায়েমী স্বার্থ' সহজে আমাদের পথ ছেড়ে দেবে না।

কেন আমরা রাজ্যে একটি মাত্র সমবায় ব্যাঙ্ক চাই

আরও কিছু কথা

বিগত ২০ তম রাজ্য সম্মেলন "Restructuring of Co-opetative Bank is the need of the hour" - এই স্লোগান কে সামনে রেখে রাজ্যে সব ধরণের সমবায় ব্যাঙ্কের বিলোপ ঘটিয়ে রাজ্যে একটি মাত্র সমবায় ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার দাবী গৃহীত হয়। কিন্তু এই প্রশ্নে আমরা বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারিনি। তার কারণ ২০২০ সালে সারা পৃথিবী জুড়ে চলা কোভিড-১৯ মোকাবিলায় দেশে লাগু হওয়া লকডাউন অন্যতম। গত বছরের শেষ দিক থেকে লকডাউন শিথিল হতে শুরু হয়েছে, তাই আমাদের দাবী টি আমাদের জোরের সাথে রাজ্যের জনগণের সামনে আনতে হবে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কৃষক জনগণের মধ্যে।

ইতিমধ্যে এই লকডাউন পর্যায়ে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির পুনর্গঠনে, দেশের উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে, পাঞ্জাবে, উত্তরপ্রদেশে, তেলেঙ্গনা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরলে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। এই অগ্রগতির ক্ষেত্রে রাজ্যে রাজ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের রাজ্য সংগঠনের একটি বিশেষ ভূমিকা থেকেছে।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংগঠনগুলির তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কগুলিকে একীকরণ করেছে। এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি হল লোকসানে চলা ছোট ছোট ব্যাঙ্ক ও রুগ্ন ব্যাঙ্কগুলি একত্রীকরন করা হলে তারা আর্থিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠলে বিদেশী ব্যাঙ্কের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সক্ষম হবে। যদি কোন কারণে ব্যাঙ্কগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলেও টিকে থাকতে পারবে। দ্বিতীয়ত প্রশাসনিক ব্যায়ভার লাঘব হবে। তৃতীয়ত উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে ও চতুর্থত গ্রাহক পরিষেবা উন্নত হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাহলে এই একই যুক্তিতে সমস্ত ধরণের রুগ্ন, আর্থিকভাবে দুর্বল, লোকসানে চলা সমবায় ব্যাঙ্ক গুলিকে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সাথে একত্রিত করে একটি বৃহৎ সমবায় ব্যাঙ্ক রাজ্যে গড়ে তোলা যাবে না কেন ?

এই রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কটি হবে রাজ্যের নিজস্ব ব্যাঙ্ক। যার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের সমস্ত আর্থিক কার্যকলাপ, সরকারী কর্মচারীদের, শিক্ষকদের বেতন, পেনশন প্রদান, স্বনির্ভর প্রকল্পগুলি রূপায়ণ প্রভৃতি করা যাবে। কৃষিক্ষেত্রে ধানের ফসলের সহায়ক মূল্য প্রদান করা, কিষাণ ক্রেডিড কার্ড বন্টন প্রভৃতি কার্যকলাপ করা যাবে। সর্বোপরি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর নির্ভরতা কমবে। গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশে সহায়ক হবে।

বর্তমানে রাজ্যে যে তিন ধরণের ব্যাঙ্ক আছে তার পরিচালন ব্যবস্থা আছে তা বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বিভিন্ন রকম। সমবায় আইন ও রুলস আছে তা বিভিন্ন পরিচালক পর্ষদ নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা করে কাজকর্ম পরিচালনা করেন। যা সমবায় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বিকাশের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। রাজ্যে একটি মাত্র সমবায় ব্যাঙ্ক থাকলে কেন্দ্রীভূত পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত একই সূতোয় গাঁথা থাকবে। পরিচালনায় পেশাদারিত্ব আনা সম্ভব হবে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হবে। কেবলমাত্র অল্প কিছু মূলধনী সাহায্য দিয়ে রুগ্ন/দুর্বল সমবায় ব্যাঙ্কগুলি অসম প্রতিযোগিতার মুখে টিকে থাকতে পারবেনা। কিংবা আংশিক সংস্কারেও উন্নতি ঘটানো যাবে না। রাজ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক শিল্পক্ষেত্রটির জন্য এক সার্বিক পুনর্গঠনের প্রয়োজন। যা সমবায় ব্যাঙ্ক শিল্পটির রক্ষা করার সময়ের দাবী।

সমস্ত ধরণের সমবায় ব্যাঙ্ক নিয়ে রাজ্যে একটি মাত্র সমবায় ব্যাঙ্ক গঠন করতে হবে।

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন ও কিছু কথা

শ্রী শিবপ্রসাদ বাউল

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন শুরু হয়েছিল সেই কবে থেকে। বলা যেতে পারে নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে কিংবা হয়তো তারও আগে। সে যাই হোক্ আমাদের নজরে এসেছিল ঐ সময়টায়। উদ্দেশ্য ছিল একটাই বাড়ীর মেয়ে বৌদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভরশীল করে গোড়ে তোলা। একটা কাজ করতে গেলে যেমন তার অনুসঙ্গ হিসেব অনেকগুলো সংযোজিত হয় বা বেরিয়ে আসে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যেমন অর্থনৈতিক দিক থেকে নির্ভরশীল হতে গেলে হাতের কাছে কিছু কাজ চাই। তা সেই সৃজন শীল হোক্ বা ব্যবসা বাণিজ্যই হোক্। ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ বোঝে বা করতে চায় সেই সংখ্যাটা খুব নগন্য। তাই জোর দেওয়া হল সৃজনশীলতার ওপর। জোর দেওয়া হল এলাকা ভিত্তিক কোথায় কোন জিনিসের প্রচলন আছে বা সম্ভাবনা আছে তার ওপর বা কার কী প্রতিভা আছে বা 'হবি' আছে।

এবার দেখা যাক স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গঠন করার প্রয়োজন হল কেন? বিশেষতঃ মেয়েদের নিয়ে, প্রয়োজনটা হল আমরা পরিবার কেন্দ্রীক সমাজ ব্যবস্থায় বাস করি। আগে আমরা যৌথ পরিবারে বিশ্বাসী ছিলাম। বর্ত্তমানে আমরা ছোট পরিবার সুখী পরিবারে মনোনিবেশ করছি। ছোট পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রী, একটা বাচ্চা, সঙ্গে বৃদ্ধ মা বাবা। অর্থাৎ পাঁচ জনের পরিবার। পরিবারের রসদ যোগানোর মালিক একজন পুরুষ। তিনিই পরিবারের কর্ত্তা, কাগজে কলমে বৃদ্ধ পিতার নামটা থাকলেও যিনি অন্ন জোগান তিনিই কর্ত্তা। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? দাঁড়ালো ২০% লোক পরিবারের রসদ যোগান দেন ১০০ লোক জীবনযাপন করেন। সেই সঙ্গে আর একটা জিনিষ বেরিয়ে এলা যেটা হল - আমরা যখন স্কুটার বা গাড়ী কিনি তখন দেখা যায় তার পিছনে একটা বাড়তি চাকা লাগানো থাকে। উদ্দেশ্য একটাই যদি কোন কারনে একটা চাকা বিকল হয়ে যায় তাহলে কোন জায়গায় আটকে পড়তে হবে না, ঐ বাড়তি চাকাটা দিয়ে চলমান থাকা যাবে; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সংসারের জন্য এত ব্যবস্থা, সেই সংসার নাম গাড়ীটার জন্য কোন স্টেপনি থাকে না। তাই পরিবারের রসদ জোগানো কর্ত্তাটি কোন কারণে অচল হয়ে পড়লে পরিবারে সংকট সৃষ্টি হয়। আবার মারা গেলে তো আঁধার নেমে আসে। পরিবারের অন্য সদস্যরা তখন যত না স্বজন হারানোর ব্যথায় কাঁদছে, তার থেকে বেশী কাঁদছে আতঙ্কে। সংসার চলবে কীভাবে? উপার্জনের পথ কী। এই উপার্জনের দায়িত্বটা এসে পড়ে সদ্য স্বজন হারানো স্ত্রীর ওপর। সদ্য স্বামী হারানোর ব্যথায় চোখের জল তখন তার কাছে বিলাসিতা মাত্র। পরিবার চালানোর দায়িত্বটাই তখন তাকে কঠোর করে দেয়। কারণ চোখের জল তো কোন কাজের বিকল্প হতে পারে না। কিন্তু কী সেই কাজ? কোথায়? কীভাবে?...

এ সবের উত্তর পাওয়ার জন্য স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করে এবং সমবায় একটা বড় মাধ্যম। শুধু বড় মাধ্যম নয়। বোধ হয় এক মাত্র মাধ্যম। কারণ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করেন তাদের দাদন প্রক্রিয়া সচল এবং নিরাপদ রাখার জন্য ঠিকই, কিন্তু কলেবর বৃদ্ধির জন্য এবং তাদের সমন্বয় ঠিক রাখার জন্য রেজিস্ট্রেশন নিতে হয় সমবায় দপ্তর থেকেই। তাই শাখা সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত থেকে গোষ্ঠীর গঠন করেন এবং

নিজেদের ভবিষ্যত গড়ার কথা ভাবেন, তারা অনেক বেশী নিরাপদ, অবশ্যই যদি সমিতির পরিচালকগণ স্বচ্ছ মানসিকতার অধিকারি হন। কারণ অস্বচ্ছ মানসিকতা দিয়ে আর যাইহোক্ সমবায় সংগঠন হয় না।

যাইহোক্ এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক্। এই সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত থেকে। সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে এবং সম্ভাবনা দেখে সেখানকার মানসিকতা অনুযায়ী স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রচুর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় যার Duration Period তিন দিন থেকে এক বছরেরও হয়ে থাকে। এই অধম লেখক নিজে একজন কাউন্সেলার (Counsellor) হিসেবে Bankura Dist. Central Co-op. Bank Ltd. তে বড়জোড়া Block-এ প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন ও তাদের বিভিন্ন NGO মারফৎ বিভিন্ন প্রকল্প যথা - উলের পোষাক তৈরী, Ready made Garments এর জন্য ছয় মাসের Course এর Tailoring Shop তৈরী। Health Department এর জন্য Midewifery ধরণের ছয় মাসের Course এর Training, তিন মাসের Course এর Electrition এবং ১ বছরের Course এ Beauty Purlur এর Training এর ব্যবস্থা করার সহযোগীতা করেছেন। সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা একটি সমবায় সমিতির স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মেয়েরা আবেদন জানালো Tailoring Shop এর ছয় মাসের Course টা যদি আর এক মাস বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে আমরা কাজটা খুব ভালভাবে শিখে যাবো। কিন্তু NGO টি বললো আমরা আমাদের মেশিনগুলো একমাস এখানে রাখতে পারবো, কিন্তু Tailor মাষ্টারের মাইনেটা সমিতিকে ব্যবস্থা করতে হবে। দুঃখের বিষয় সমিতি কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করল। তখন মহিলারা যারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। তাদের অভিভাবকগণ এগিয়ে এসে ঐ দায়িত্ব পালন করলেন।

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মেয়েরা কী শুধু তাদের জীবন জীবিকার জন্য শুধু হাতের কাজটাই শিখল? আর কিছু শেখেনি? উত্তর হল - হ্যাঁ শিখেছে। কী শিখেছে? শিখেছে টাকার ব্যবহার। কাজের জন্য ঋণ কোথা থেকে পাওয়া যায়? ঋণ আদান প্রদানের নিয়ম কানুন (Credit Circulaton System) শিখেছে এই ছান্ঠত্রদ্বটা ভেঙ্গে দিলে সমাজের তথা দেশের কী কী ক্ষতি হতে পারে। অর্থাৎ Financial awarness টা কী। আর শিখেছে আর্থিকভাবে স্বনির্ভরতার সচেতনতা শিক্ষা। যে ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন - "এ শিক্ষা যদি সাধারণ মানুষের না থাকে তাহলে সারা বিশ্বে উন্নয়নের জন্য সারা বৎসর যে টাকা খরচ হয়, সেই টাকাটা যদি একটা গ্রামের উন্নয়নের জন্য খরচ করা হয় তাহলেও সেই গ্রামটার উন্নতি হবে না।" এছাড়া শিখেছে যে কাজটা তারা করবে তার খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করা প্রয়োজন। সকল হিসেব নিকেশের খাতাপত্র লেখার কাজ, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করার কাজ এ কাজগুলো করতে হলে সাধারণ সদসদ্যদের নিয়ে একটা সভা করার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে একটা লক্ষণীয় বিষয় যে দশ বারোটা মেয়ে এক সাথে জমায়েত হয় আলোচনার জন্য। সঙ্গে তাদের বাচ্চাগুলি ও উপস্থিত হয়, তা অন্তত চার পাঁচটা তো বটেই। তারা (বাচ্চাগুলি) তাদের সাথীর খোঁজ পায় এক সাথে খেলা করার। অর্থাৎ শৈশব ফিরে পায়। বর্তমানে নিউক্লিয়াস ফ্যামিলি হওয়ায় বাচ্চারা খেলার সাথী পায় না। বেড়ে ওঠে বড়দের সঙ্গে। তাই তাদের কথাবার্ত্তাগুলিও বড়দের মত হয়। আমরা বলি আজকাল বাচ্চারা খুব পাঁকা। তা তো নই। বাচ্চারা বাচ্চাদের সঙ্গে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় না বলেই অকালে বড় হয়ে যায়। কিন্তু

এক্ষেত্রে কিছুটা হলেও তারা মুক্ত বাতাস পায় - নিজেদের মেলে ধরার। সেই সঙ্গে অবচেতন মনে মায়েদের আলোচনার অংশীদার হয়ে যায়। সুযোগ পায় একটা গঠনমূলক পরিবেশে বেঁচে ওঠার। সুযোগ পায় একটা গঠনমূলক পরিবেশ গড়ে তোলার। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করার যে গ্রামে স্বয়ম্ভরগোষ্ঠীর আধিক্য বেশী সেই গ্রামে ঝগড়া বিবাদের সংখ্যাটা খুব কম। কারণ, গ্রামীণ বিবাদের কেন্দ্রবিন্দু গ্রামের মহিলারা। কিন্তু তারা যদি নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই বিবাদের জায়গাটা সংকুচিত হয়ে যায় গ্রামীন পরিবেশ এভাবে চলতে থাকলে দেখা যাবে গ্রামের পরিবেশ বদলে যাচ্ছে বা বদলে গেছে।

এই বদলে যাওয়ার বা বদলে দেওয়ার স্বপ্ন সফল করার জন্য ইতিপূর্ব্বে যে প্রশিক্ষণগুলির কথা উল্লেখ করেছি তা আমরা শেষ করি কীভাবে? প্রথমে আমরা প্রস্তাবনা করি গোষ্ঠীর সদস্যদের উজ্জিবীত করি, তাদেরকে স্বপ্ন দেখাই। তাদের হাতের তৈরী জিনিষ কোথায় বিক্রি হতে পারে তা জানাই। যারা Servicing এর কাজ শেখে তারা কোথায় কাজ পেতে পারে তা জানাই। তারা (মহিলারা) আমাদের কথায় স্বপ্ন দেখে নিজেদের পায় দাঁড়াবার এবং এক বুক আশা নিয়ে প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। একদিন প্রশিক্ষণ শেষ হয়। আমরা ঘটা করে প্রশিক্ষিতদের Certificate দেওয়ার অনুষ্ঠান করি। ঘটা করে ছবি তোলা হয় এবং সেই ছবি বেশ বড় করে বাঁধিয়ে সমিতির অফিস ঘরে শোভা বর্দ্ধন করে। তারপর আর খোঁজ রাখি না তারা তাদের (গোষ্ঠীর মেয়েরা) তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারলো কিনা। প্রত্যেকটা Engineering College-এর ছাত্রদের Placement এর জন্য একটা বিভাগ থাকে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের উপযুক্ত স্থান পায়, তার ব্যবস্থা করার জন্য। কিছু ক্ষেত্রে সুযোগ থাকলেও আমরা ব্যাপারটি গুরুত্ব দিই না। মনে হতে পারে ইঞ্জিনিয়ারদের ব্যাপারটা অনেক বড় ব্যাপার। এটার সঙ্গে তুলনা চলে না। খুবই সত্যি কথা! কিছু উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্যতো একটা। প্রকল্পগুলী বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া ব্লক দুর্গাপুর শিল্প নগরীর লাগোয়া। আমার উল্লেখিত প্রকল্পগুলী যথেষ্ট সম্ভাবনাময় এই এলাকায়। বিশেষতঃ Tailoring শিল্পে। মঙ্গলাহাট থেকে Readymade Garments সস্তায় কিনে নিয়ে এসে ব্যবসা করে। তাঁদের কে যদি আমরা অনুরোধ করি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মেয়েদের হাতের তৈরী পোশাকের প্রদর্শনীর মাধ্যমে এগুলি কেনার জন্য আমার মনে হয় তা সফলতা লাভ করবে। স্থানীয় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যেতে পারে তাঁদের School Uniform তৈরী করার ভার গোষ্ঠীর মেয়েদের দেওয়ার জন্য। এই ব্যাপারটি শুধু সমবায় সমিতির কর্ম কর্ত্তাদের ওপর ছেড়ে দিলেই হবে না, তাই লাগাতে হবে স্থানীয় প্রশাসনকেও। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। ফলে তীরে এসে তরী ডোবে। মনে হয় শেষ হয়েও হইল না শেষ। ফিরতে হয় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে একবুক হতাশা নিয়ে। কিন্তু আমরা যদি একটু গঠনমূলক কামনা নিয়ে এগিয়ে আসি, একটু আন্তরিকতা দিয়ে হাত লাগাই তাহলে পরিস্থিতিটা আমূল বদলে যেতে পারে এবং মহিলারই হয়ে উঠতে পারে গ্রামীন আর্থ সামাজিক মানোন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু।

---

৫৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবসের আহ্বান ঃ—

(১) সব ধরণের সমবায় ব্যাংক নিয়ে রাজ্যে একটিমাত্র সমবায় ব্যাংক গড়তে হবে।

(২) অবিলম্বে রাজ্য সমবায় ব্যাংকের সঙ্গে জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সংযুক্তি করণ করতে হবে।

২৬ শে সেপ্টেম্বর ২০২২

নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের

৫৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে

আমাদের আহ্বান

সব ধরনের সমবায় ব্যাঙ্ককে

রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে

সংযুক্তি করন

করতে হবে

A.B.C.B.E.F